রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২০ সনের ৬ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ৬, ২০২০

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০১—১১৯	৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
		৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০১—১২০	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
		(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
		(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৪৯—১৬২	(৬) ....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

[Will replace the previous Letter with the same memo no. and date]

PRIME MINISTER'S OFFICE

CIRCULAR

Date : 15 September, 2019

No. 03.068.024.08.00.02.2016-534—The Government of Bangladesh as per decision of the 4th Japan Bangladesh Public Private Joint Economic Dialogue, is pleased to constitute the following working group on Energy issues to expedite and monitor decisions of the said Joint Dialogue, for improving cooperation with Government of Japan and its associated organizations:

(1) Bangladesh side:

a. Additional Secretary (Development), Power Division—Co-Chair

b. Joint Secretary, Energy and Mineral Resource Division—Member

c. Director General-1, Prime Minister's Office—Member

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

d. Representative of Economic Relations Division (not below the rank of Joint Secretary)—Member

e. Representative of Ministry of Foreign Affairs (not below the rank of Director General)—Member

f. Representative of Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industries—Member

g. Joint Secretary (Development), Power Division—Member

h. Joint Secretary (Development), Energy and Mineral Resource Division—Member

(2) Japan side:

a. Director, Overseas Energy Infrastructure Office Agency for Natural Resources and Energy, METI —Co-Chair

b. Director, Office for Promotion of International Project, Infrastructure System and Water Industry, Manufactureing Industries Bureau, METI—Member

c. Counsellor, Embassy of Japan, Bangladesh—Member

d. Second Secretary, Embassy of Japan, Bangladesh—Member

e. Country Representative of JETRO Dhaka Office & President, JBCCI—Member

f. Advisior of Power and Energy Policy, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources (JICA)—Member

g. Representative (Power and Energy Sector) of JICA Bangladesh Office—Member

h. Team Head of Safety Measures for Business, Japan Commerce and Industry Association, Dhaka—Member

2. Terms of reference:

2.1. The Working Group will discuss relevant issues, challenges and prospects regarding Energy and Power, recommend measures to the relevant ministries/divisions/organizations of the Government of Bangladesh. The recommendations will be duly considered by the relevant ministries/divisions/organizations and their actions/ opinions will be informed to the Working Groups.

2.2 Recommendations of the Working Group and their implementation progess will be presented at the periodic meetings held at PMO in relation to monitoring progress of the implementation of the Joint Declaration signed during Head of the Government level visit of Japan and Bangladesh to the respective counterpart countries.

2.3 The Working Group will meet as and when it is required.

2.4 The Working Group may co-opt any member if necessary and also invite any person/organization as required to attend the meetings.

By order of the President

Md. Ziaul Hoque
Director-1.

অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
সঞ্চয় অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/২৮ নভেম্বর ২০১৯

নং ০৮.০০.০০০০.০৪১.২৩.০১৩.১৭-১৬৯—'ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ও ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ডে বিনিয়োগকারী এনআরবি-গণের সিআইপি হিসেবে নির্বাচন সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৮' অনুযায়ী নিম্নোক্ত ১১(এগার) জন ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত শর্তে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) হিসেবে নির্বাচন করা হলো:

ক্রম	আবেদনকারীর নাম	ঠিকানা
১.	জনাব সৈয়দ এ কে আনোয়ারুজ্জামান	হাউজ # এসই-৪, রোড # ১৩৭, গুলশান-১, ঢাকা।
২.	ড. কাজী গিয়াস উদ্দিন	৩/১, সিটি লেন আনন্দপুর, সাভার, ঢাকা।
৩.	জনাব সায়েরা চৌধুরী	হাউজ # জি-১০ (নতুন), রোড # ৭৯, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
৪.	জনাব কাজী সরোয়ার হাবীব	সেকশন-১২, ব্লক-ডি, লাইন-৩১, হাউজ-২৪, মিরপুর, ঢাকা-১২২১।
৫.	ডা. মোঃ আফতাব হোসেন	পারিজাত-৮৮, পাবলা ক্রস রোড নং-২, দৌলতপুর, খুলনা।

ক্রম	আবেদনকারীর নাম	ঠিকানা
৬.	জনাব মনিরুল ইসলাম	বাড়ী নং-১৪, রোড নং-১৯, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
৭.	জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম	৩৫৮/এ, খিলগাঁও, রোড নং-২০, ঢাকা-১২১৯।
৮.	জনাব মীর রাসেল সুজন	ফ্ল্যাট # ৬-বি, বাড়ী # ৮৯, রোড # ১১-এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।
৯.	জনাব রফিকুল ইসলাম মিয়া আরজু	বাসা-০১, রাস্তা-২০, সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
১০.	জনাব সেলিনা ইসলাম এমপি	বাড়ী : সিইএন-ডি/২, ফ্লাট : ৮এ ও ৮বি, রোড-৯৫, গুলশান-২, ঢাকা।
১১.	জনাব লুৎফি ইয়াসির সিদ্দিকী	আশা কনকর্ড, ফ্লাট-৩বি, রোড-৫১, গুলশান-২, ঢাকা।

শর্ত : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাংলাদেশ ব্যাংক হতে কোন বিরূপ মন্তব্য/তথ্য পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে সিআইপি কার্ড বাতিল করা হবে।

২। সিআইপি নির্বাচন নীতিমালার অনুচ্ছেদ-৫(৪) অনুযায়ী বিনিয়োগ বিদ্যমান থাকা সাপেক্ষে সিআইপি পরিচয়পত্রের (সিআইপি কার্ড) মেয়াদ হবে ০১(এক) বছর এবং নির্বাচিত সিআইপিগণ নীতিমালার অনুচ্ছেদ-৯ এ বর্ণিত সুবিধাদি ভোগ করবেন।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ : ২৮ নভেম্বর ২০১৯

নং বিচার-৭/২এন-৭৩/২০০২(অংশ)-৪০৩—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোহাম্মদ মিশকাতুর রহমান জয়নাল, পিতা-মৃত মোহাম্মদ রমিজ আলী, মাতা-জিগর চাঁন, গ্রাম ও ডাকঘর-রিচি, উপজেলা-হবিগঞ্জ, জেলা-হবিগঞ্জ) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ০২ নং রিচি ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭(সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে, শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-৫২/২০০৪-৪০৪—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ আবু হোসেন, পিতা-মোঃ নিজাম উদ্দিন, মাতা-বুলবুল নেছা, গ্রাম-সিংদই (সর্দারপাড়া), ডাকঘর-কানিয়ালখাতা, উপজেলা-নীলফামারী সদর, জেলা-নীলফামারী) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নীলফামারী জেলার সদর উপজেলার ০৯ নং ইটাখোলা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭(সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে, শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহ্মেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/০৩ ডিসেম্বর ২০১৯

নং ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৫.১৮-৩৮৪—যেহেতু, জনাব মলয় কান্তি মোদক, প্রাক্তন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ (বর্তমানে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, নান্দাইল, ময়মনসিংহ)-এর বিরুদ্ধে নিয়মবহির্ভূতভাবে এবং অসৎ উদ্দেশ্যে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য ভ্যাকসিন সংরক্ষণ ও বিতরণ, ভেটেরিনারি সার্জন না হওয়া সত্ত্বেও পশু চিকিৎসা প্রদান এবং ব্যাংক ঋণ গ্রহণে সহায়তার আশ্বাস প্রদানের জন্য খামারীদের নিকট হতে উৎকোচ গ্রহণের কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২৮-০৮-২০১৮ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৫.১৮-৩১৯ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা নং-০৩/২০১৮ রুজুপূর্বক অভিযোগনামা জারি করা হয়;

যেহেতু, তিনি ১৬-০৯-২০১৮ তারিখে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৮-১০-২০১৮ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য, লিখিত জবাব এবং উপস্থাপিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের অধিকতর তদন্তের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় বিষয়টি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন উপসচিব বর্তমানে যুগ্মসচিব (মৎস্য-২) জনাব শোয়াইব আহমাদ খানকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্ত করত জনাব মলয় কান্তি মোদক-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

সেহেতু, জনাব মলয় কান্তি মোদক, প্রাক্তন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ (বর্তমানে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, নান্দাইল, ময়মনসিংহ)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় অভিযোগের দায় থেকে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রইছউল আলম মন্ডল
সচিব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গবেষণা ও বৃত্তি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/০৩ ডিসেম্বর ২০১৯

নং ৫৬.০০.০০০০.০২৮.০৬.০০১.১৭.১৫৭/৫০১—"তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান সম্পর্কিত (সংশোধিত) নীতিমালা-২০১৬" এর ২৩.৩ এবং ২৭.৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তা/ব্যক্তির সমন্বয়ে "বিশেষ অনুদান প্রদান সংক্রান্ত মূল্যায়ন কমিটি" পুনর্গঠন করা হলো:

আহ্বায়ক

১। যুগ্মসচিব (ই-সার্ভিস ডেলিভারী), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

সদস্যবৃন্দ

২। এটুআই প্রোগ্রাম এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

৩। জনাব তারেক এম বরকতউল্লাহ, পরিচালক, জাতীয় ডাটা সেন্টার, বিসিসি/বিসিসি'র একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

৪। ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুন, অধ্যাপক, সিএসই বিভাগ, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

৫। জনাব মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান ভূঁইয়া, অতিরিক্ত পরিচালক, ইউজিসি

সদস্য সচিব

৬। উপসচিব (গবেষণা ও বৃত্তি শাখা), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

কমিটির কার্য পরিধি:

(ক) কার্যক্রম/ প্রকল্প/ অনুষ্ঠান/ সেমিনার/ কর্মশালা বাস্তবায়ন শেষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত সমাপ্তি প্রতিবেদন মূল্যায়নপূর্বক প্রতিবেদনে দাখিল করবে;

(খ) কার্যক্রম/প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের সার্বিক অগ্রগতি সম্পর্কে (যেমন-উত্তম/ভাল/খারাপ) সার্বিক মন্তব্য প্রতিবেদনে উল্লেখ করবে;

(গ) মূল্যায়ন কমিটি প্রয়োজনে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের মতামত নিতে পারবে;

(ঘ) কমিটির সদস্যগণ প্রয়োজনে সরেজমিনে পরিদর্শন করে কার্যক্রম/প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই করবে;

(ঙ) গঠিত কমিটি বিগত অর্থবছরসমূহে বিশেষ অনুদান খাতে প্রদত্ত অনুদানের কার্যক্রম/প্রকল্পসমূহ মূল্যায়ন করবে;

(চ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে;

(ছ) এছাড়া কমিটির সদস্যগণ এ সংক্রান্ত নীতিমালায় বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

উল্লেখ্য, এ সংক্রান্ত নীতিমালার অনুচ্ছেদ-২৮.৭ এর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি সভার জন্য কমিটির সদস্যগণ এবং প্রশাসনিক সহযোগী হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্ধারিত হারে সম্মানী ভাতা প্রাপ্য হবেন। এছাড়াও কমিটির সদস্যগণ সরেজমিনে পরিদর্শনের ক্ষেত্রে বিধি অনুযায়ী টিএ/ডিএ প্রাপ্য হবেন।

২। এ বিভাগের গত ২৩-০১-২০১৯ তারিখের ৫৬.০০.০০০০.০২৮.০৬.০০১.১৭.১৮ নং স্মারকে গঠিত এ সংক্রান্ত কমিটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবুল খায়ের
উপসচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

হজ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/১৯ নভেম্বর ২০১৯

নং ধবিম/হঃ শাঃ৩/৬-১৯৩/২০০৫-১৪৮৪—যেহেতু আপনি জনাব মোঃ আবুল কালাম, আল জিয়ারত ইন্টারন্যাশনাল (হজ লাইসেন্স নং-২৪৬), ১৪৪, ডি. আই. টি এক্সটেনশন রোড, হাজী বিল্ডিং (১ম তলা), ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০ সরকার অনুমোদিত হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী।

২। যেহেতু আপনার এজেন্সি ওমরাহ যাত্রী প্রেরণের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও জনাব এস এম এনামুল কবির, উপসচিব (অতিরিক্ত পরিচালক), পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, সেতু বিভাগ-কে ওমরাহযাত্রী হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

৩। যেহেতু জনাব এস এম এনামুল কবির, উপসচিব (অতিরিক্ত পরিচালক), পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, সেতু বিভাগ সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেছেন:

> "চুক্তি ভঙ্গ করে মদীনায় ৪ দিনের পরিবর্তে ৩ দিন এবং মক্কায় ৬ দিনের পরিবর্তে ৫ দিন রাখা হয়। মদিনা বিমানবন্দর থেকে হোটেলে যাতায়াতের ব্যবস্থা করার কথা ছিল, কিন্তু মদীনা বিমানবন্দর থেকে নিজ উদ্যোগে ও নিজ খরচে মদিনা হোটেলে গমন করতে হয়। মদিনা হতে মক্কায় নিম্নমানের যানবাহনে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয় এবং নিম্নমানের যানবাহন মক্কা গমনের পথে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে অচল হয়ে যাওয়ায় নিজ খরচে গন্তব্য স্থলে যেতে হয়েছে। মক্কায় অবস্থানের জন্য যে মানের ও অবস্থানের হোটেলের কথা বলা হয়েছিল সরেজমিনে তার চেয়ে নিম্নমানের ও দূরের হোটেলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পবিত্র ওমরা পালনের জন্য এজেন্সিকে ১০ দিনের যাবতীয় খরচের অর্থ অগ্রিম প্রদান করা হয়েছিল; কিন্তু আল জিয়ারাত ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি (হ.লা নং-২৪৬) এর স্বত্বাধিকারী জনাব আবুল কালাম কর্তৃক উপর্যুক্ত বিষয়ে মিথ্যাচার ও প্রতারণা করা হয়েছে ইত্যাদি"।

৪। যেহেতু অভিযোগটি তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত কার্যে সহায়তা করার জন্য নোটিশ প্রদান করা হলেও আপনি শুনানীতে উপস্থিত হননি।

৫। যেহেতু অভিযোগটি তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত করানো হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযোগটি সত্য মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।

৬। যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৩.১ অনুচ্ছেদ কেন আল জিয়ারত ইন্টারন্যাশনাল (হজ লাইসেন্স নং-২৪৬), ১৪৪, ডি. আই. টি এক্সটেনশন রোড, হাজী বিল্ডিং (১ম তলা), ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০ এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না সে মর্মে গত ১৭-০৭-২০১৯ ও ১৯-০৯-২০১৯ পরপর ০২ (দুই) বার কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়।

৭। যেহেতু, আপনি আল জিয়ারত ইন্টারন্যাশনাল (হজ লাইসেন্স নং-২৪৬) এর স্বত্বাধিকারী হিসেবে কোন জবাব দাখিল করেননি এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ গ্রহণ করেননি।

৮। যেহেতু, ওমরাহযাত্রী প্রেরণের অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও জনাব এস এম এনামুল কবির-কে ওমরাহযাত্রী হিসেবে প্রেরণ করে তাঁকে যথাযথ সেবা প্রদান না করায় জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান।

৯। যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী অভিযোগের সত্যতা রয়েছে।

১০। সেহেতু জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ২০১৯ এর ২৪.২(ক) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত আল জিয়ারত ইন্টারন্যাশনাল (হজ লাইসেন্স নং-২৪৬) এর হজ লাইসেন্স এতদ্বারা বাতিল করা হলো এবং অভিযোগকারীকে ১০,৫০০ (দশ হাজার পাঁচশত) টাকা ফেরত প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হলো।

মোঃ আনিছুর রহমান
সচিব।

হজ-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/০৯ ডিসেম্বর ২০১৯

নং ধবিম/হঃ শাঃ৬-৩১/২০০৩-১৭৭৮(১১)—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ লাইসেন্স Shams Mirza Travels (H.L.-203), 83/2, Agamasi Lane (3rd floor), Bongshal, Dhaka-1000 এর স্বত্বাধিকারী হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

২। যেহেতু আপনি যথাযথভাবে হজ লাইলেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ মোতাবেক লিখিতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

৩। যেহেতু আপনার এজেন্সির মাধ্যমে হজে গমনকারী জনাব মুহাম্মদ আব্দুল বারী, পিতা-মাদার বক্স মোল্লা, কাউন্সেলর (হজ), জেদ্দা, সৌদি আরব বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেন:

> "হাজীদেরকে মক্কায় ১২-১৪ কি. মি. দূরে সকিয়া নামক স্থানের বাড়িতে রাখা, পানির অভাবে ০২ দিন গোসল করতে না পারা এবং মজদালিফা, আরাফাসহ বিভিন্ন জায়গায় কষ্ট দেয়া, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করা"। এবং

৪। যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে অভিযোগকারী এবং আপনার উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে; এবং

৫। যেহেতু আপনার এজেন্সী Shams Mirza Travels (H.L.-203) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

৬। যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের ২৪-০১-২০১৯ তারিখের স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০২.১৮-১৮৫ মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে জানানোর জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

৭। যেহেতু আপনি ২৪-০২-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেছেন এবং জবাবে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করার মত কোনো তথ্য/প্রমাণ দাখিল করতে পারেননি; এবং

৮। যেহেতু হাজীদেরকে মক্কায় ১২-১৪ কি. মি. দূরে সকিয়া নামক স্থানের বাড়িতে রাখা, পানির অভাবে ০২ দিন গোসল করতে না পারা এবং মুজদালিফা, আরাফাসহ বিভিন্ন জায়গায় কষ্ট দেয়া, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করায় হাজীগণ শারীরিক ও মানষিকভাবে কষ্ট পেয়েছেন এবং সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযোগটি প্রমাণিত হয়েছে; এবং

৯। যেহেতু উল্লিখিত কারণে জাতীয় হজ ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.১(ক) এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান; এবং

১০। যেহেতু আপনি আনীত অভিযোগ হতে অব্যহতি পাওয়ার জন্য রিভিউ আবেদন করেছেন;

১১। সেহেতু রিভিউ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-২০১৮ এর ২৩.২ অনুযায়ী আপনার পরিচালিত Shams Mirza Travels (H.L.-203) এজেন্সিকে ইতোপূর্বে প্রদত্ত ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা জরিমানার শাস্তি মওকুফ করা হলো।

আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ওমরাহ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/০৯ ডিসেম্বর ২০১৯

নং ধবিম/হঃ শাঃ/৬-৮/২০০৫-১৭৭৯(১২)—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ লাইসেন্স New Air Bangladesh (H.L.-304) Capital Tower (4th floor), 5 Darus Salam Road Mirpur-1, Dhaka-1216 এর স্বত্বাধিকারী হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

২। যেহেতু আপনি যথাযথভাবে হজ লাইলেন্স পরিচালনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ মোতাবেক লিখিতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

৩। যেহেতু আপনার এজেন্সির মাধ্যমে হজে গমনকারী জনাব মোঃ আব্দুর রহিম এবং জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক সরকার কাউন্সেলর (হজ), জেদ্দা, সৌদি আরব বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেন:

> "২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত হজে হাজীগণকে দূরের বাড়ীতে রাখা, দুপুরের ও রাতের খাবার পরিমাণে খুবই কম দেয়া এবং নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করায় হাজীগণ সীমাহীন কষ্ট ভোগ করেছেন "। এবং

৪। যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে অভিযোগকারী এবং আপনার উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে; এবং

৫। যেহেতু আপনার এজেন্সী New Air Bangladesh (H.L.-304) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

৬। যেহেতু এ মন্ত্রণালয়ের ০৪-০২-২০১৯ তারিখের স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০২.১৮-১৪৭ মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে জানানোর জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

৭। যেহেতু আপনি ১০-০২-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেছেন এবং জবাবে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করার মত কোনো তথ্য/প্রমাণ দাখিল করতে পারেননি এবং সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযোগটি প্রমাণিত হয়েছে; এবং

৮। যেহেতু উল্লিখিত কারণে জাতীয় হজ ওমরাহ নীতি, ২০১৮ এর ২৩.১(খ) এবং (জ) এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান; এবং

৯। যেহেতু আপনি আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য রিভিউ আবেদন করেছেন এবং উত্থাপিত প্রমাণাদি ও বক্তব্য যথাযথ বলে রিভিউ কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয়নি;

১০। সেহেতু রিভিউ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-২০১৮ এর ২৩.২ এর (ক) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত New Air Bangladesh (H.L.-304) এজেন্সিকে ইতোপূর্বে প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিল করার শাস্তি বহাল রাখা হলো।

নং ধবিম/হঃশাঃ/৪-১২২/২০১২-১৭৮০(৯)—যেহেতু আপনি জনাব মেজবাহ উদ্দিন সাঈদ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী আন্তরিক ট্রাভেল/ইন্টারন্যাশনাল (হঃলাঃ নং-৬০২) এর মালিক/মোনাজ্জেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

২। যেহেতু বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ যাত্রী প্রেরণের বিষয়ে আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এ বর্ণিত শর্তাদি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

৩। যেহেতু আপনার হাজীগণের সংগে হজ পালনে সেবা প্রদান বিষয়ে সম্পাদিত অঙ্গীকার ভঙ্গ করায় সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জনাব মুহাম্মদ মাকসুদুর রহমান, কাউন্সেলর (হজ), মক্কা, সৌদি আরব বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেন:

> "ব্যাপক অনিয়ম ও হাজীদের সংগে প্রতারণা"। এবং

৪। যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে শুনানী গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে এবং আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

৫। যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদনে আন্তরিক ট্রাভেল ইন্টারন্যাশনাল (হঃ লাঃ নং-৬০২) এর হজ লাইসেন্সের কার্যক্রম ৩(তিন) বছরের জন্য স্থগিত এবং ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা জরিমানা করার সুপারিশ করা হয়; এবং

৬। যেহেতু চাঁদপুর এয়ার ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস (হ: লা: নং-১৩৪৫) এর মাধ্যমে ২০১৮ সনে আপনার ৪৩ জন হজযাত্রী সৌদি আরবে গিয়ে আপনার অনুপস্থিতিতে কষ্ট ভোগ করেছেন; এবং

৭। যেহেতু জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ পরবর্তীতে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৯ হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে; এবং

৮। যেহেতু উল্লিখিত কারণে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৯ এর ২৪.১ এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান; এবং

৯। যেহেতু ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১০-০২-২০১৯ তারিখের ১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০২.১৮-২১৫ মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ ৭ (সাত) দিনের মধ্যে জানানোর জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

১০। যেহেতু আপনি উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং কারণ দর্শানোর জবাবে আপনার আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করার মত কোনো গ্রহণ যোগ্য তথ্য উপস্থাপন করতে পারেননি; এবং

১১। যেহেতু আপনি রিভিউ আবেদন করেছেন এবং আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন;

১২। সেহেতু রিভিউ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-২০১৯ এর ২৪.২ অনুযায়ী আপনার পরিচালিত আন্তরিক ট্রাভেল ইন্টারন্যাশনাল (হঃ লাঃ নং-৬০২) হজ লাইসেন্স ৩(তিন) বছরের স্থলে ২(দুই) বছরের জন্য স্থগিত এবং ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকার স্থলে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা জরিমানা করা হলো। তাই অনতিবিলম্বে জরিমানার টাকা ১-৩৫০১-০০০১-১৯০১ নং কোডে জমা প্রদান করার জন্য বলা হলো।

নং ধবিম/হজ্ঞশা/৪-১৫৫/২০১৩-১৭৮১(৯)—যেহেতু আপনি জনাব হেদায়েতুল্লাহ হাদি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হাদি ট্রাভেলস (হঃলাঃ নং-৮০৫) এর মালিক/ মোনাজ্জেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

২। যেহেতু বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ যাত্রী প্রেরণের বিষয়ে আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এ বর্ণিত শর্তাদি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

৩। যেহেতু আপনার হাজীগণের সংগে হজ পালনে সেবা প্রদান বিষয়ে সম্পাদিত অঙ্গীকার ভঙ্গ করায় সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর সৌদি আরব হতে নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করা হয়:

"২০১৭ সালের হজে সৌদি আরবে যথা সময়ে মোয়াল্লেম ফি পরিশোধ না করায় হজযাত্রীদের অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে"। এবং

৪। যেহেতু পরবর্তীতে অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে শুনানী গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে এবং আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে; এবং

৫। যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদনে হাদি ট্রাভেলস (হঃ লাঃ নং-৮০৫) এর হজ লাইসেন্সের কার্যক্রম ১(এক) বছরের জন্য স্থগিত এবং ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা জরিমানা করার সুপারিশ করা হয়; এবং

৬। যেহেতু আপনি উক্ত কারণ দর্শানোর জবাবে মোয়াল্লেম ফি জমাদানের তথ্যাদি উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন; এবং

৭। যেহেতু জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ পরবর্তীতে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৯ হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে; এবং

৮। যেহেতু উল্লিখিত কারণে জাতীয় হজ ওমরাহ নীতি ২০১৯ এর ২৪.১ এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান; এবং

৯। যেহেতু আপনি রিভিউ আবেদন করে সশরীরে উপস্থিত হয়ে আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এবং আপনার বক্তব্য রিভিউ কমিটির নিকট যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে;

১০। সেহেতু রিভিউ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-২০১৯ এর ২৪.২ অনুযায়ী আপনার পরিচালিত হাদি ট্রাভেলস (হঃ লাঃ নং-৮০৫) এজেন্সিকে ইতোপূর্বে প্রদত্ত হজ লাইসেন্স ১(এক) বছরের জন্য স্থগিত এবং ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা জরিমানা করার শাস্তি মওকুফ করা হলো।

নং ১৬.০০.০০০০.০১৭.৩৩.০০১.১৯-১৭৮২(৯)—যেহেতু আপনি জনাব মোঃ আলমগীর হোসাইন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী হুমায়েরা হজ ট্রাভেলস লিঃ (হঃলাঃ নং-৮২৭) এর মালিক/ মোনাজ্জেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

২। যেহেতু বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ যাত্রী প্রেরণের বিষয়ে আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৫ এ বর্ণিত শর্তাদি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

৩। যেহেতু আপনার হাজীগণের সংগে হজ পালনে সেবা প্রদান বিষয়ে সম্পাদিত অঙ্গীকার ভঙ্গ করায় সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জনাব আবদুল কাদের ও জনাব মাকসুদসহ অন্যান্য নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করা হয় ঃ

"(ক) যথাসময়ে বিমান টিকেট করতে ব্যর্থ হওয়ায় ৩(তিন) জন হজযাত্রীর নিকট হতে ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা ধার হিসেবে বিমান টিকেট সংগ্রহ করে সৌদি আরবে প্রেরণ করলেও পরবর্তীতে উক্ত অর্থ পরিশোধ না করা।

(খ) চুক্তি অনুযায়ী ফেতরা বাড়িতে রাখার কথা না থাকলেও ফেতরা বাড়িতে রাখা, এ প্যাকেজের হাজী হওয়া সত্ত্বেও বি-প্যাকেজের হাজীদের জন্য ভাড়াকৃত বাড়িতে রাখাসহ এ-প্যাকেজ ও বি-প্যাকেজের পার্থক্যের পরিমাণ অর্থাৎ ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা ফেরত প্রদান না করা এবং নিম্নমানের খাবার সরবরাহ করা"। এবং

৪। যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৬ এর ২৩.২ (ক), (গ), (ঙ) ও (ঝ) এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

৫। যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদনে হুমায়েরা হজ ট্রাভেলস লিঃ (হঃ লাঃ নং-৮২৭) এর হজ লাইসেন্স বাতিল এবং ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা জরিমানা করার সুপারিশ করা হয়; এবং

৬। যেহেতু জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৬ পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৯ হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে; এবং

৭। যেহেতু উল্লিখিত কারণে জাতীয় হজ ওমরাহ নীতি ২০১৯ এর ২৪.১ এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান; এবং

৮। যেহেতু আপনি রিভিউ আবেদন মূলে আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এবং ইতোমধ্যে শাস্তি প্রদানের পর হতে ০৪(চার) বছর হজে অংশগ্রহণ করেননি;

৯। সেহেতু রিভিউ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-২০১৯ এর ২৪.২ অনুযায়ী আপনার পরিচালিত হুমায়েরা হজ ট্রাভেলস লিঃ (হঃ লাঃ নং-৮২৭) এজেন্সিকে ইতোপূর্বে প্রদত্ত হজ লাইসেন্স বাতিল আদেশ রহিত করে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা জরিমানা করার শাস্তি বহাল রাখা হলো। তাই অনতিবিলম্বে জরিমানার টাকা ১-৩৫০১-০০০১-১৯০১ নং কোডে জমা প্রদান করার জন্য বলা হলো।

নং ধবিম/হঃশা/৪-৪১৮/২০১৩-১৭৮৪(১০)—যেহেতু আপনি জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন পাটোয়ারী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী সুরভী ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল (হ.লা: নং-১৩৩২) এর মালিক/মোনাজ্জেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

২। যেহেতু বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ যাত্রী প্রেরণের বিষয়ে আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এ বর্ণিত শর্তাদি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

৩। যেহেতু আপনার হাজীগণের সংগে হজ পালনে সেবা প্রদান বিষয়ে সম্পাদিত অঙ্গীকার ভঙ্গ করায় হজযাত্রী জনাব জিয়া হায়দার মিঠু নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেন;

"নিম্নমানের হোটেলে রাখা, নিম্নমানের খাবার পরিবেশন এবং প্রতারণা করা"। এবং

৪। যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে শুনানী গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে এবং আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

৫। যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদনে সুরভী ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল (হঃ লাঃ নং-১৩৩২) এজেন্সির জামানত বাজেয়াপ্তসহ হজ লাইসেন্স বাতিল করার সুপারিশ করা হয়; এবং

৬। যেহেতু ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ০৪-০২-২০১৯ তারিখের ১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০২.১৮-১৫৬ মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সীর বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থ গ্রহণ করা হবে না তার কারণ ৭(সাত) দিনের মধ্যে জানানোর জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয় এবং পরবর্তীতে কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানের জন্য তাগিদপত্র প্রদান করা হয়; এবং

৭। যেহেতু আপনি অদ্যাবধি উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেননি; এবং

৮। যেহেতু আপনার মাধ্যমে হজে গমনকারী হজীগণ কষ্ট পেয়েছেন; এবং

৯। যেহেতু জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ পরবর্তীতে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৯ হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে; এবং

১০। যেহেতু উল্লিখিত কারণে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৯ এর ২৪.১ এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান; এবং

১১। যেহেতু আপনি রিভিউ আবেদন করেছেন এবং আপনার উত্থাপিত যুক্তি/প্রমাণাদি রিভিউ কমিটির নিকট যথাযথ প্রতীয়মান হয়নি;

১২। সেহেতু রিভিউ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-২০১৯ এর ২৪.২(খ) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত সুরভী ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল (হঃ লাঃ নং-১৩৩২) এজেন্সিকে ইতোপূর্বে প্রদত্ত জামানত বাজেয়াপ্তসহ হজ লাইসেন্স বাতিল করার শাস্তি বহাল রাখা হলো।

নং ধবিম/হঃশা/৪-৫০২/২০১৩-১৭৮৫(৯)—যেহেতু আপনি জনাব মোঃ ইব্রাহিম ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী চাঁদপুর এয়ার ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস (হ.লা: নং-১৩৪৫) এর মালিক/ মোনাজ্জেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

২। যেহেতু বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ যাত্রী প্রেরণের বিষয়ে আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এ বর্ণিত শর্তাদি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

৩। যেহেতু আপনার হাজীগণের সংগে হজ পালনে সেবা প্রদান বিষয়ে সম্পাদিত অঙ্গীকার ভঙ্গ করায় সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জনাব মুহাম্মদ মাকসুদুর রহমান, কাউন্সেলর (হজ), মক্কা, সৌদি আরব নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেন:

"অনিয়ম ও কারচুপির মাধ্যমে হাজীদের হজে প্রেরণ, ভাড়াবিহীন হোটেলে রাখা এবং গোপনে দেশে চলে আসা"। এবং

৪। যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে শুনানী গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে এবং আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিতি হয়েছে; এবং

৫। যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদনে চাঁদপুর এয়ার ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস (হঃ লাঃ নং-১৩৪৫) এর হজ লাইসেন্স বাতিল ও জামানত বাজেয়াপ্ত এবং চাঁদপুর এয়ার ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস-এর মালিক মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে ১৭,৩০০ সৌদি রিয়াল কসমিক এয়ার ইন্টারন্যাশনালকে ফেরত দেয়ার আদেশ দেয়ার সুপারিশ করা হয়; এবং

৬। যেহেতু ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ০৪-০২-২০১৯ তারিখের ১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০২.১৮-১৫৭ মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ ৭(সাত) দিনের মধ্যে জানানোর জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

৭। যেহেতু আপনি উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেননি এবং এ মন্ত্রণালয়ের ২৭-০৩-২০১৯ তারিখের ১৬.০০.০০০০.০০৩. ২৭.০০২.১৮.৪৯০ স্মারক মূলে কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানের জন্য তাগিদ পত্র দেওয়া হয়; এবং

৮। যেহেতু আপনি কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেননি এবং আপনার মাধ্যমে হজে গমনকারী হাজীগণ কষ্ট পেয়েছেন; এবং

৯। যেহেতু জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ পরবর্তীতে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৯ হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে; এবং

১০। যেহেতু উল্লিখিত কারণে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৯ এর ২৪.১ এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান; এবং

১১। যেহেতু আপনি রিভিউ আবেদন করেছেন এবং আপনার উত্থাপিত যুক্তি/প্রমাণাদি রিভিউ কমিটির নিকট যথাযথ প্রতীয়মান হয়নি;

১২। সেহেতু রিভিউ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-২০১৯ এর ২৪.২ (খ) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত চাঁদপুর এয়ার ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস (হঃ লাঃ নং-১৩৪৫) এজেন্সির ইতোপূর্বে প্রদত্ত হজ লাইসেন্স বাতিল ও জামানত বাজেয়াপ্ত করার শাস্তি বহাল রাখা হলো।

তারিখ : ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/২০ ডিসেম্বর ২০১৯

নং ধবিম/হঃশা/৪-৩৫৭/২০১৩-১৮০৯(১)—যেহেতু আপনি জনাব আবুল কালাম ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী চট্টলা হজ গ্রুপ ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস (হঃ লাঃ নং-৭১৭) এর মালিক/মোনাজ্জেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

যেহেতু বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ যাত্রী প্রেরণের বিষয়ে আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এ বর্ণিত শর্তাদি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

যেহেতু আপনার এজেন্সির মাধ্যমে হজে গমনের জন্য জনাব মোঃ তারেক উল আলম, পিতা-মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এবং জনাব মোঃ নুরুল আলম, পিতা-হাজী আবজাল কন্ট্রাকটর এর সঙ্গে ২০১৮ সালে যথাযথভাবে হজ পালনে সহায়তা করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

যেহেতু জনাব তারেক-উল-আলম এবং জনাব মোঃ নুরুল আলম এর সঙ্গে হজ পালনে সেবা প্রদান বিষয়ে সম্পাদিত অঙ্গীকার ভঙ্গ করায় সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর নিম্নরূপ অভিযোগ করেছেন:

> "২০১৮ সনে হজে নেয়ার জন্য জনাব তারেক-উল-আলমের নিকট ৬,৪৫,০০০ (ছয় লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার) টাকা এবং জনাব মোঃ নুরুল আলমের নিকট থেকে ৬,০০,০০০ (ছয় লক্ষ) টাকা জমা নেয়ার পরও হজে নেননি।" এবং

যেহেতু উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ এর ২৩.২ এ বর্ণিত উপায়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করা হয়েছে; এবং

যেহেতু আপনার মালিকানাধীন চট্টলা হজ গ্রুপ ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস (হঃ লাঃ নং-৭১৭) হজ এজেন্সির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ০৪-০২-২০১৯ তারিখের ১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০২.১৮-১৫০ মূলে আপনার মালিকানাধীন এজেন্সির বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার কারণ ৭ (সাত) দিনের মধ্যে জানানোর জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয় এবং আপনি উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেননি; এবং

যেহেতু জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৮ পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৯ হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে; এবং

যেহেতু উল্লিখিত কারণে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৯ এর ২৪.১ এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান; এবং

সেহেতু তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি-২০১৯ এর ২৪.২ অনুযায়ী আপনার পরিচালিত চট্টলা হজ গ্রুপ ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস (হ. লা: নং-৭১৭) হজ এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল ও জামানত বাজেয়াপ্ত করা হলো। সে সংগে জনাব তারেক-উল-আলমকে ৬,৪৫,০০০ (ছয় লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার) টাকা এবং জনাব মোঃ নুরুল আলমকে ৬,০০,০০০ (ছয় লক্ষ) টাকা ফেরত দেয়ার জন্য বলা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৩ ডিসেম্বর ২০১৯

নং ৪১.০০.০০০০.০১৯.০০১.৩৭.১৮-১১২৮—ইনস্টিটিউট অব এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি সম্পন্নসহ সনদপত্র অর্জন করার প্রেক্ষিতে জনাব আব্দুল্লা আল ফিরোজ, সহকারী পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, রাজশাহী এর নামের পূর্বে 'ডক্টর' উপাধি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ জিয়াউল হক
উপসচিব (৪-প্রশাসন)।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২০ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৬.০০২.১৫(অংশ-১)-৪৫৪—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII) of 1951) এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tanancy Rules, 1955)-এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলা	জেলা	মন্তব্য
১	পলাশবাড়ী	৪৯	৫১২৪	সাভার	ঢাকা	রিট/কনটেম্পট জনিত কারণে ৩৯৫৪ নম্বর খতিয়ান ব্যতীত

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৬.০৪৭.১৯-৪৫৫—The Survey Act, 1875 (১৮৭৫ সনের ৫ম আইন) এর ৩ ধারা এবং The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (১৯৫১ সনের ২৮ নম্বর আইন) এর ১৪৪ ধারার ১ নম্বর উপ-ধারায় বর্ণিত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার ০৪টি এবং চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলার ০৩টি, সর্বমোট ০৭টি মৌজার ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ আরম্ভ করার প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করা হল :

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	হরিপুর	৩	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
২	পশ্চিম বলরামপুর	০৮	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
৩	ডিমচর	৯০	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
৪	গঙ্গাপ্রসাদ চর	৯৭	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
৫	চরকাশিম	৮৫	মতলব	কুমিল্লা
৬	চর উমেদ	৯৬	মতলব	কুমিল্লা
৭	বোরোচর ৬ষ্ঠ খণ্ড	২৪৩	মতলব	কুমিল্লা

তারিখ : ০৯ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৪ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৬.০০৯.১৪(অংশ-১).৪৫৬—The Survey Act, 1875 (১৮৭৫ সনের ৫ম আইন) এর ৩ ধারা এবং The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (১৯৫১ সনের ২৮ নম্বর আইন) এর ১৪৪ ধারার ১ নম্বর উপ-ধারায় বর্ণিত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কুষ্টিয়া সদর উপজেলার (পৌরসভাসহ) ১১৬টি মৌজার ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ আরম্ভ করার প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করা হল :

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১.	কচুয়াদামা	১	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
২.	মহানগর	২	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৩.	শুকদেবপুর	৩	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৪.	গোপীনাথপুর	৪	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৫.	আলোকদিয়া	৫	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৬.	বারখাদা	৬	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৭.	যোগিয়া	৭	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৮.	মঙ্গলবাড়ীয়া	৮	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৯.	সালদা	৯	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১০.	পুরাতন কুষ্টিয়া	১০	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১১.	সালদা আরাজী	১১	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১২.	খাস জয়ানপুর	১২	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১৩.	চুয়াপাড়া	১৩	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১৪.	রঘুনাথপুর	১৭	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১৫.	হাটশহরিপুর	১৮	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১৬.	বোয়ালদহ	১৯	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১৭.	বাহাদুরখালী	২০	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১৮.	কালীশঙ্করপুর	২১	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১৯.	চৌড়হাস	২২	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
২০.	মজমপুর	২৩	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
২১.	হরেকৃষ্ণপুর	২৪	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
২২.	বাড়াদি	২৫	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
২৩.	মিনাপাড়া	২৬	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
২৪.	ঢাকা ঝাল পাড়া	২৭	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
২৫.	ফুলবাড়ী	২৮	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
২৬.	চেচুয়া	২৯	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
২৭.	জগতি	৩০	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
২৮.	কুমারগাড়া	৩১	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
২৯.	হররা	৩২	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৩০.	মোল্লাতেঘরিয়া	৩৩	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৩১.	রাহিনী	৩৪	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৩২.	নগর মহাম্মদপুর	৩৫	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৩৩.	জগন্নাথপুর	৩৬	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৩৪.	নুরপুর	৩৭	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৩৫.	জিয়ারখি	৩৮	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৩৬.	মেটন	৩৯	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৩৭.	বরেয়া টাকিমারা	৪০	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৩৮.	বটতৈল	৪১	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৩৯.	কবুরহাট	৪২	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৪০.	শিমুলিয়া	৪৩	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৪১.	বড় আইল চারা	৪৪	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৪২.	নল কোলা	৪৫	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৪৩.	খেজুরতলা	৪৬	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৪৪.	ডাওয়ারী ভিটা	৪৭	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৪৫.	কালিয়াজী	৪৮	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৪৬.	গোপালপুর	৪৯	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৪৭.	মাজিলা	৫০	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৪৮.	ফকিরাবাদ	৫১	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৪৯.	পাইকাবাড়ি	৫২	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৫০.	উত্তর মাগুরা	৫৩	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৫১.	দক্ষিণ মাগুরা	৫৪	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৫২.	শশাধামা	৫৫	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৫৩.	দিঘা	৫৬	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	উপজেলার নাম	জেলার নাম
৫৪.	হাবুরিয়া	৫৭	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৫৫.	নানদিয়া	৫৮	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৫৬.	নাজিরপুর খোর্দ্দ আইলচারা	৫৯	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৫৭.	চাপাইগাছি	৬০	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৫৮.	দহকোলা	৬১	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৫৯.	নওয়া পাড়া	৬২	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৬০.	স্বস্তিপুর	৬৩	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৬১.	বেলঘরিয়া	৬৪	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৬২.	কাঞ্চনপুর	৬৫	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৬৩.	কমলাপুর	৬৬	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৬৪.	বংশিতলা	৬৭	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৬৫.	বরইটুপি দুর্বাচারা	৬৮	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৬৬.	শ্যামপুর	৬৯	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৬৭.	মৃত্তিকাপাড়া	৭০	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৬৮.	বাবুইপাড়া	৭১	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৬৯.	মাধবপুর	৭২	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৭০.	সোনাইডাঙ্গা	৭৩	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৭১.	গজনবিপুর	৭৪	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৭২.	আলমপুর	৭৫	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৭৩.	উজানগ্রাম	৭৬	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৭৪.	বিলআংদিয়া	৭৭	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৭৫.	খোর্দ্দ বাখৈল	৭৮	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৭৬.	বজবুক বাখৈল	৭৯	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৭৭.	আস্তানগর	৮০	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৭৮.	মাজপাড়া	৮১	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৭৯.	ছাদিমপাড়া	৮২	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৮০.	বামনগ্রাম	৮৩	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৮১.	আড়পাড়া	৮৪	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৮২.	গোসাই দুর্গাপুর	৮৫	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৮৩.	গাংদী	৮৬	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৮৪.	চর নাটনা	৮৭	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৮৫.	করিমপুর	৮৮	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৮৬.	নাটনা	৮৯	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৮৭.	শংকরদিয়া	৯০	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৮৮.	নরহরিদিয়া	৯১	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৮৯.	ব্যাশপুর	৯২	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৯০.	নৃসিংহপুর	৯৩	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৯১.	বলরামপুর	৯৪	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৯২.	ছয়ঘড়ি	৯৫	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৯৩.	রাধানগর	৯৬	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৯৪.	নারায়নদি	৯৭	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	উপজেলার নাম	জেলার নাম
৯৫.	গঙ্গাবরকান্দি	৯৮	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৯৬.	কন্দর্পদিয়া	৯৯	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৯৭.	আসাননগর	১০০	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৯৮.	হাতিভাঙ্গা	১০১	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
৯৯.	ঝাউদিয়া	১০২	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১০০.	কাশিনাথপুর	১০৩	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১০১.	হাতিয়া	১০৪	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১০২.	গোলাপপুর	১০৫	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১০৩.	দেড়িপাড়া	১০৬	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১০৪.	পশ্চিম আব্দালপুর	১০৭	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১০৫.	বিষ্ণুদিয়া	১০৮	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১০৬.	সাহাপুর	১০৯	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১০৭.	পান্থাপাড়া	১১০	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১০৮.	মহিষাডাঙ্গা	১১১	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১০৯.	বিল কড়াড়ি	১১২	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১১০.	হরি নারায়ণপুর	১১৩	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১১১.	পূর্ব্ব আব্দালপুর	১১৪	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১১২.	কৃত্তিনগর	১১৫	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১১৩.	লক্ষিপুর	১১৬	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১১৪.	পেয়ারপুর	১১৭	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১১৫.	সুগ্রীবপুর	১১৮	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া
১১৬.	শান্তিডাঙ্গা	১১৯	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া

তারিখ : ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২০ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৬.০১৩.১৫-৪৫৭—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII) of 1951) এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tanancy Rules, 1955)-এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলা	জেলা
১	ভাটোপাড়া	২২০	৬৭৭	গোদাগাড়ী	রাজশাহী
২	পিরিজপুর	৫৫২	৫৫২	গোদাগাড়ী	রাজশাহী

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. আব্দুর রহমান
উপসচিব।

জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ১২ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৮ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.১৪২.১০-৪৬৭—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII) of 1951) এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tanancy Rules, 1955)-এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলা	জেলা
১	দিলালপুর	৭৪	১৪৬৩	পাবনা সদর	পাবনা

তারিখ : ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/০১ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০৪৯.৩৩.০০.০০০০.২২১.১০(অংশ-১)-৪৬৮—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII) of 1951) এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tanancy Rules, 1955)-এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলা	জেলা
১	বয়রা মাছুম	১৬	০১	বেলকুচি	সিরাজগঞ্জ
২	বড় বেড়া খারুয়া	১৭	০১	বেলকুচি	সিরাজগঞ্জ
৩	চর বয়রা মাছুম	১১০	০১	বেলকুচি	সিরাজগঞ্জ
৪	ফুলবাড়ী	২১৭	০১	সিরাজগঞ্জ সদর	সিরাজগঞ্জ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০৪৯.১৯.৪৬৯—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII) of 1951) এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tanancy Rules, 1955)-এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

২। এতদবিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০১-০৮-২০১৯ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০৪৯.১৯-২৫৮ নম্বর স্মারকে প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তির ১৬ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত পূর্বছিলনিয়া মৌজার উপজেলার নাম ফেনী সদরের স্থলে লক্ষীপুর সদর মুদ্রিত হয়েছে। যা ১০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের ৪১ নম্বর বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তির ১৬ নম্বর ক্রমিকে উল্লিখিত পূর্বছিলনিয়া মৌজার উপজেলার নাম নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হল:

ক্রম	মৌজার নাম	তালিকার ক্রমিক নম্বর	যে কলামে ভুল হয়েছে	যেভাবে মুদ্রণ হয়েছে	যেভাবে মুদ্রণ হবে
১	পূর্বছিলনিয়া	১৬	০৫	লক্ষীপুর সদর	ফেনী সদর

নং ৩১. ০০.০০০০.০৪৯.৩৩.১৬৩.১০(অংশ-১)-৪৭০/১(৫)—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII) of 1951) এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tanancy Rules, 1955)-এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলা	জেলা
১	খাসচর সুতাইন	১৩	৩৮৬	নাগরপুর	টাঙ্গাইল
২	নাগরপুর	৮৫	৫৯২	নাগরপুর	টাঙ্গাইল

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. আব্দুর রহমান
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
নির্মাণ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৮ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি:

নং ৫৯.০০.০০০০.১৩১.৯৯.০২৯.১৯-১৫৭—স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের “ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট” শীর্ষক অপারেশনাল প্লানের আওতায় ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলাধীন ২০নং রুহিয়া পশ্চিম ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রটি “ক্ষিতীন্দ্র মোহন সেন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র” নামকরণ করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সুবল চন্দ্র সাহা
সহকারী সচিব (নির্মাণ)।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঃ/১২ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ

নং **০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩২.০৩২.১২-১২৭**—অর্থ বিভাগের ২৫-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৭১ নং প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে ব্যয়বহুল স্থান হিসেবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর শহর এবং সাভার পৌর এলাকার ন্যায় ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বেসামরিক প্রশাসনে কর্মরত সরকারি কর্মচারীগণের দৈনিক ভাতা সাধারণ হারের চেয়ে অতিরিক্ত ৩০% হারে নির্ধারণ করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শাহজাহান
অতিরিক্ত সচিব।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা
প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/১১ ডিসেম্বর ২০১৯

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৬.১৭-৬৯০**—বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ এর ৯(১)(খ) উপ-ধারা অনুযায়ী 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রতিনিধি' ক্যাটাগরিতে জাকিয়া সুলতানা, অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা- কে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে সর্বোচ্চ ৩(তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/১২ ডিসেম্বর ২০১৯

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৪.১৭-৬৯৯**—কর্মসংস্থান ব্যাংক আইন, ১৯৯৮ এর ৯(১)(গ) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জনাব মহাঃ নাজিমুদ্দিন (পিআরএল ভোগরত) এর পরিবর্তে জনাব আবু ফরাহ মোঃ নাছের, নির্বাহী পরিচালক-কে যোগদানের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছর অথবা তাঁর পিআরএল-এ গমনের পূর্ব পর্যন্ত (যেটি পূর্বে হয়) কর্মসংস্থান ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ সিদ্দিকুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

পরিপত্র

তারিখ : ০৯ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ

নং **আর-৬/১এম-৪৩/২০১৮-৪২৬**—সরকার রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ এর ৭৮ ধারা এবং জেনারেল ক্লজেস্ এ্যাক্ট, ১৮৯৭ এর ২১ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঢাকাস্থ নেপাল দূতাবাসের নামে বরাদ্দকৃত বারিধারা দূতাবাস এলাকার লীজ দলিলের তফসিলে বর্ণিত 'জি' ব্লকের ০১ নং রাস্তার ০৫ ও ০৭ নং প্লটের (জমির আয়তন ০৫ বিঘা) রেজিস্ট্রির নিমিত্ত এর অন্তর্ভুক্ত সকল ডকুমেন্টস এবং সকল দলিল রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 'রেজিস্ট্রেশন ফি' মওকুফ করল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ফজলে এলাহী ভূইয়া
উপসচিব (রেজিঃ)।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/০৪ ডিসেম্বর ২০১৯

নং **৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৪.১৯-৩৯০**—যেহেতু, ডাঃ কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ, প্রাক্তন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লোহাগড়া, নড়াইল (বর্তমানে-উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, কয়রা, খুলনা)-এর বিরুদ্ধে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় ১০-০২-২০১৯ তারিখে কর্তব্যে অবহেলার বিভিন্ন অভিযোগ সংক্রান্ত প্রকাশিত সংবাদের প্রাথমিক সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় হতে কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবে অভিযোগের বিষয়ে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা উপস্থাপন না করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে কটাক্ষ করে অশোভন শব্দ প্রয়োগসহ ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন, দপ্তরের ড্রেসারের নামে বরাদ্দকৃত কক্ষে বিধি বহির্ভূতভাবে বসবাস, অফিসের রেজিস্ট্রার/ নথিপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করা, দাপ্তরিক কাজে অমনোযোগিতা এবং প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গকরণ এবং বদলির আদেশে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও বদলিকৃত কর্মস্থলে যথাসময়ে যোগদান না করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৫-০৫-২০১৯ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭. ০০৪.১৯-১৭০ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা নং-০২/২০১৯ রুজুপূর্বক অভিযোগনামা জারি করা হয়;

যেহেতু, তিনি ১৩-০৬-২০১৯ তারিখে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩০-০৯-২০১৯ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য, লিখিত জবাব এবং উপস্থাপিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ অধিকতর তদন্তের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব বেগম নাদিরা হায়দারকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্ত করত ডাঃ কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন, সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং এতদ্সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রাদি বিশদভাবে পর্যালোচনায় ডাঃ কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ-এর বিরুদ্ধে আনীত অফিসের রেজিস্টার/ নথিপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করা, দাপ্তরিক কাজে অমনোযোগিতা/ অবহেলা এবং প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ সঠিক মর্মে প্রমাণিত হয়নি। একই সাথে উপজেলা পর্যায়ে আবাসন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না থাকায় এবং স্থানীয় দপ্তরের কনিষ্ঠ সহকর্মীর কক্ষে সাময়িকভাবে অবস্থান খুব বড় ধরনের কোনো অপরাধ নয় মর্মে উক্ত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে এ দু'টি অভিযোগ হতে অব্যাহতি দেয়া হলো।

যেহেতু, তিনি ১০-০২-২০১৯ তারিখের দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে অশোভন শব্দ প্রয়োগসহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান এবং মন্ত্রণালয় হতে ০২-০৪-২০১৯ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৭.১৯.০০২.১৭-১৫৭ নং স্মারকমূলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, কয়রা, খুলনা হিসেবে তাঁকে বদলি করা হলে বদলির আদেশে ১৬-০৪-২০১৯ তারিখ পূর্বাহ্নে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও বদলিকৃত কর্মস্থলে যথাসময়ে যোগদান না করা সংক্রান্ত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

সেহেতু, ডাঃ কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ, প্রাক্তন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লোহাগড়া, নড়াইল (বর্তমানে-উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, কয়রা, খুলনা)-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(খ) অনুযায়ী তাকে লঘুদণ্ড হিসেবে 'পরবর্তী ১ (এক) বছরের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত' দণ্ড প্রদান করা হলো। তিনি এ স্থগিত বেতন বৃদ্ধির টাকা পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে উত্তোলন করতে পারবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রইছউল আলম মন্ডল
সচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/০৫ ডিসেম্বর ২০১৯

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০২৪.১১-১৯৮**—যেহেতু, জনাব একেএম আসাদুল হক, সহকারী পুলিশ সুপার, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা হিসেবে কর্মকালে সহকর্মী জনাব আসমা বেগম রিটার সাথে দাপ্তরিক সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় গত ১০-০৭-২০১১ তারিখ তার রানার কং/৭৩৯৭ মোঃ মোকাররম হোসেনকে দিয়ে সহকর্মীর স্বামী অভিযোগকারী জনাব মোঃ নুরুজ্জামান এর ফোনে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা, বিভিন্ন তারিখ ও সময়ে জনাব মোঃ নুরুজ্জামান ও তার স্ত্রী সম্পর্কে বিভিন্ন লোকজনের নিকট নানা ধরনের সমালোচনা ও কুৎসা রটনা করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ২১-১২-২০১১ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০২৪.১১-০৫ স্মারকমূলে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ০১-০৩-২০১২ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকায় জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, অধিনায়ক (পুলিশ সুপার), ১ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, উত্তরা, ঢাকা-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কার্যক্রম চলা অবস্থায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম স্থগিতের জন্য মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নম্বর-১০৯০১/২০১২ দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট গত ১৪-০৮-২০১২ তারিখে উক্ত বিভাগীয় মামলাটির কার্যক্রম ৩ (তিন) মাসের জন্য স্থগিত এর আদেশ দেন। উক্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত বিভাগীয় মামলাটি দীর্ঘদিন অনিষ্পন্ন অবস্থায় ছিল। অভিযুক্ত কর্মকর্তার গত ৩১-১২-২০১৮ তারিখে অবসর গ্রহণ এবং ০১-০১-২০১৯ তারিখ অবসর উত্তর ছুটি শুরুর দিন নির্ধারিত ছিল। কিন্তু বিভাগীয় মামলা অনিষ্পন্ন থাকায় পিআরএল মঞ্জুর করা হয় নি;

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের গত ০৯-০১-২০১৯ তারিখের আদেশে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম পরিচালনার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করায় তদন্ত কর্মকর্তাকে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য বলা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত অন্তে গত ১৬-০৫-২০১৯ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদনে ১নং অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে এবং ২নং অভিযোগ আংশিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

৪। যেহেতু, গত ২৭-০৮-২০১৯ তারিখে পুনরায় শুনানি গ্রহণকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জানান যে, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকায় কর্মকালে সহকর্মী সিনিয়র এএসপি জনাব আসমা বেগম রিটার সাথে তার স্বাভাবিক দাপ্তরিক সম্পর্ক ছিল। পরবর্তীতে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটায় উক্ত কর্মকর্তা ও তার স্বামীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দাপ্তরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। বর্তমানে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় তার অবসরজনিত আর্থিক সুবিধাদি পেতে সমস্যা তৈরী হয়েছে জানিয়ে অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদন, ব্যক্তিগত শুনানিতে উভয় পক্ষের প্রদত্ত বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা ইতোমধ্যে অবসরে যাওয়ায় (৩১-১২-২০১৮ তারিখ হতে) এবং তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা সরকারের আর্থিক ক্ষতি করার কোন অভিযোগ আনয়ন করা হয় নি;

৬। সেহেতু, জনাব একেএম আসাদুল হক, সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদা, রাজশাহীকে আনীত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হোক।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২০ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/০৫ ডিসেম্বর ২০১৯

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.১৯-১০১৮**—চট্টগ্রাম জেলার কোতোয়ালী থানার মামলা নং-৫৩, তারিখ : ১৪-০৪-২০১৮ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাসী কার্যের ষড়যন্ত্র ও প্ররোচিত করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.১৯-১০১৯**—সিলেট জেলার এয়ারপোর্ট থানার মামলা নং-০৬, তারিখ : ০৭-০৪-২০১৯ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন হিযবুত তাহরীর প্রচার লিফলেট বিতরণ, সরকারের নামে অপপ্রচার ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক প্রচার করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.১৯-১০২০**—চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার মামলা নং-৪৫, তারিখ : ২২-০১-২০১৯ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজসে সরকারের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্নক কর্মকান্ডের ষড়যন্ত্র, জেএমবি সংগঠনকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যে যুব সমাজকে উৎসাহ ও প্ররোচনা দানসহ কর্মী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জিহাদী বইসহ গোপন বৈঠকে মিলিত হওয়ার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.১৯-১০২১**—দিনাজপুর জেলার কোতোয়ালী থানার মামলা নং-৩৯, তারিখ : ০৮-১১-২০১৮ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জেএমবি সংগঠনের সমর্থন, সদস্য পদ গ্রহণ, অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসী কাজে অস্ত্র-গুলি ও জিহাদী বই নিজ হেফাজতে রাখার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ : ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/১০ ডিসেম্বর ২০১৯

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.১৯-১০৩০**—জামালপুর জেলার জামালপুর রেলওয়ে থানার মামলা নং-০১, তারিখ : ২৫-০১-১৯ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জেএমবি সংগঠনের কর্মকান্ডকে গতিশীল ও উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার প্রচারনার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.১৯-১০৩১**—গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী থানার মামলা নং-৩১, তারিখ : ৩১-১০-২০১৮ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা ককটেল জাতীয় বিস্ফোরন দ্রব্যাদি ব্যবহার করতঃ নাশকতার পরিকল্পনা ও ককটেল অসৎ উদ্দেশ্যে নিজ হেফাজতে রাখার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৭.১৯-১০৩৩**—অভিযুক্ত জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম জহির (৫৫), পিতা-বাবর আলী, সাং-কুলকান্দী জোরদারপাড়া, থানা-ইসলামপুর, জেলা-জামালপুর-এর বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজুর লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মফিজুল ইসলাম
সহকারী সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত]
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
নির্মাণ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৮ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ

নং **৫৯.০০০.০০০০.১৩১.৯৯.০২৯.১৯-১৫৭**—স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের “ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট” শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলাধীন ২০নং রুহিয়া পশ্চিম ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রটি “ক্ষিতীন্দ্র মোহন সেন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র” নামকরণ করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সুবল চন্দ্র সাহা
সহকারী সচিব (নির্মাণ)।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ নভেম্বর ২০১৯

নং **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০১০.২০১৯-৬৭৫**—যেহেতু, জনাব মোঃ ফারুক হোসেন, সহকারী রসায়নবিদ, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরাধীন সেন্ট্রাল ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরি, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম, প্রেষণে-ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরি, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে মিরপুর মডেল থানার মামলা নং-৩০, তারিখঃ ১২-১১-২০১৮ খ্রিঃ ধারা- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী)/০৩ এর ৯(৪)(খ) মোতাবেক গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়। সেহেতু, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের শৃঙ্খলা অধিশাখার ২৫-০২-২০১৯ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭. ০১.০০.০১০.২০১৯-৮৩ নং আদেশমূলে তাঁকে ১২-১১-২০১৮ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, মিরপুর মডেল থানার ১২-১১-২০১৮ তারিখের মামলা নং-৩০ এর ধারা- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী)/০৩ এর ৯(৪)(খ) ধারায় দায়েরকৃত মামলাটির অভিযোগ গঠনের দায় হইতে অব্যাহতি (Discharge) প্রদান করে মামলাটি নিস্পত্তি করা হয়;

এমতাবস্থায়, জনাব মোঃ ফারুক হোসেন, সহকারী রসায়নবিদ, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরাধীন সেন্ট্রাল ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরি, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম, প্রেষণে-ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরি, মহাখালী, ঢাকা (সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের শৃঙ্খলা অধিশাখার ২৫-০২-২০১৯ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০১০.২০১৯-৮৩ নং আদেশে সাময়িক বরখাস্ত আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হল এবং তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে বিধি মোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করা হল।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আসাদুল ইসলাম
সচিব।

আদেশ

তারিখ : ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৬/04 ডিসেম্বর ২০১৯

নং **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮২.২০১৭-৬৯৮**—যেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান মোল্লা (১১২৯৪৩), সহকারী অধ্যাপক (চঃদাঃ), সার্জারী, শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ ২০১৬ সালের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে (এসিআর) অনুবেদনকারী প্রদানকারী ডাঃ গোবিন্দ চন্দ্র সাহা, অধ্যাপক (সার্জারী), স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকার (প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, সার্জারী শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ এবং এসিআর ফরমের প্রতিস্বাক্ষরে অধ্যক্ষ, শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ এর স্বাক্ষর জাল করে নিজেই নম্বর প্রদান করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করেছেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক ‘অসদাচরণ’ বর্তমানে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) মোতাবেক ‘অসদাচরণ’ এর দায়ে ১৮-১০-২০১৭ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮২.২০১৭-৪৪২ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান মোল্লা (১১২৯৪৩) ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান মোল্লা (১১২৯৪৩), সহকারী অধ্যাপক (চঃ দাঃ), সার্জারী, শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ এর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক ‘অসদাচরণ’ এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করার লঘু দণ্ড আরোপ করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে এ বিষয়ে বকেয়া সুবিধাদি দাবি করতে পারবেন না। তাকে এ বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আসাদুল ইসলাম
সচিব।

সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ শাখা

পরিপত্র

তারিখ : ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ

নং **৪৫.০০.০০০০.১৫৫.৯৯.০১৪.১৮-৮৩৬**—অর্থ বিভাগের ২৭-১১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৪৫.২৭.০০২.১৫-৩৯ সংখ্যক পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সকল সরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে (Serum Free Light Chain Assay) পরীক্ষার ফি এর হার ছক অনুযায়ী নির্ধারণে নিম্নোক্ত শর্তে সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো :

ক্রমিক নং	পরীক্ষার-নিরীক্ষার নাম	অনুমোদিত ফি (টাকায়)
১.	Serum Free Light Chain Assay	৭,৫০০/- (সাত হাজার পাঁচশত টাকা)

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আবু রায়হান মিঞা
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি কলেজ-৬ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/০৯ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭০.০২.০২৫.২০১৫-১০৭**—"সরকারিকৃত কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা-২০১৮"-এর আলোকে বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া উপজেলাধীন শহীদ এম. মনসুর আলী ডিগ্রি কলেজ ০৭ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ হতে সরকারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম
উপসচিব।